চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় বিএনপি নেতাকে হত্যার হুমকি

মো. মান্নান হোসেন শাহীন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় বিএনপির এক নেতাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে চাঁদাবাজি ও দখলবাজি চালিয়ে যেতে তাকে চাঁদাবাজ হিসেবে প্রচার করে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন মোহাম্মদপুর থানাধীন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. মান্নান হোসেন শাহীন।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পুলিশ অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ সুযোগে মোহাম্মদপুরের কিশোর গ্যাংগুলো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

এ পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় পাহারা দেওয়ার উদ্যোগ নেন বলে জানান শাহীন। এলাকাবাসীকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে মাইকিংও করা হয়। এর জের ধরে ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চাঁদ উদ্যানের ২ নম্বর রোডের শাপলা ভবনের নিচতলায় বাড়ি মালিক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে তার ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শাহীন বলেন, তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ৪২টি কোপ দেওয়া হয়েছিল। তার হাত ও পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়। এরপর ৩৭ দিন আইসিইউতে থাকতে হয়। সব মিলিয়ে সাত মাস হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। এখনো ঠিকমতো হাঁটতে না পারলেও রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা থেকে আবারও মাঠে ফিরেছেন।

তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর কিশোর গ্যাং ও একটি কুচক্রী মহল তার ওপর আবারও ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার দাবি, তিনি কাউন্সিলর নির্বাচিত হলে ওই মহলের চাঁদাবাজির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে—এ কারণেই তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বিএনপি নেতা শাহীন আরও বলেন, জীবনের ঝুঁকি থাকলেও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কোথাও চাঁদা নেওয়ার খবর পেলে তিনি সেখানে গিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন।

সর্বশেষ গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে চাঁদ উদ্যানের ৬ নম্বর রোডে সুয়ারেজ লাইনের কাজের জন্য মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হচ্ছে খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। তার ভাষ্য, চাঁদা দাবিকারীদের মধ্যে মো. নান্নু, নুরুল ইসলাম, হান্নান ও সেন্টুসহ ১৫ থেকে ২০ জন ছিলেন।

চাঁদা দেওয়ার বিরোধিতা করায় ওই ব্যক্তিরা তার ওপর হামলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেন শাহীন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা জিসান আহমেদ হামলা ঠেকাতে গিয়ে ডান হাতে গুরুতর আঘাত পান। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

শাহীন অভিযোগ করেন, পরবর্তী সময়ে ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে ওই চাঁদাবাজ চক্র তাকে চাঁদাবাজ হিসেবে প্রচার করছে। পাশাপাশি কাউন্সিলর প্রার্থী হলে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ওই মহলের হুমকিতে তিনি ও তার পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। একবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন, এখন আবারও হত্যাচেষ্টার আশঙ্কা করছেন। নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।